প্রথম আলো

তারিখ 19 JAN 2015
পৃষ্ঠা 20 কলাম 7

অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে

এবার থাকছে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন

মাসুম আলী ●

বাংলা একাডেমি চত্বর কিংবা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সবুজ ময়দান নতুন করে যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। সেখানে এখন সারা দিন চলছে অস্থায়ী ঘর কিংবা স্থাপনা তৈরির কাজ। চারদিক থেকে ভেসে আসছে বাঁশের গায়ে পেরেক ঠোকার ঠুকঠাক কিংবা টাইলস কাটার শব্দ। আর এসব আয়োজন একটি বার্তাই বহন করছে—অমর একুশে গ্রন্থমেলা আসন্ন। আজ ১৯ জানুয়ারি পেরোলে হাতে থাকছে মাত্র ১২টি দিন।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা। একই দিন থেকে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন।

বাঙালির মননের এ মেলার আয়োজক বাংলা একাডেমিতে চলছে গ্রন্থমেলার কর্মতৎপরতা। গেল বছরের মতো এবারও মেলা অনুষ্ঠিত হবে একাডেমির আঙিনা ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। এই দুই স্থান মিলিয়ে থাকবে ১১টি চত্বর। মূল প্রকাশকদের স্টলগুলো সোহরাওয়ার্দীতে তৈরি হলেও বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণকে কেন্দ্র করেই হবে মেলা।

গতকাল রোববার দুপুরে একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ঘুরে মিলল গ্রন্থমেলা আয়োজনের অবকাঠামোগত প্রস্তুতির কর্মযজ্ঞ। দুপুরে কথা হলো একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের সঙ্গে। বিকেলে প্রকাশকদের অনেকেই এসেছিলেন একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে। সেখানে ছিল বাংলা একাডেমির উদ্যোগে ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সহযোগিতায় পরিচালিত 'প্রকাশনা প্রশিক্ষণ কোর্স'-এর সমাপনী অনুষ্ঠান। আসার উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও ঘুরেফিরে গ্রন্থমেলার বিষয়টিই উঠে এল সবার মধ্যে।

আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন একাডেমির মহাপরিচালক জানান, এবারের অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রথম দিন থেকেই শুরু হবে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন। চার দিনের এ সম্মেলনে অংশ নেবেন আটটি দেশের কবি-সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ। আলোচনা হবে কবিতা, কথাসাহিত্য ও নাটক নিয়ে। বিকেল তিনটায় প্রধান অতিথি হিসেবে মেলা এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মেলার উদ্বোধনী দিনেই প্রদান করা হবে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার।

এবারের মেলা অতীতের যেকোনো বারের তুলনায় অনেক বেশি আকর্ষণীয় হবে বলে আশা প্রকাশ করছেন আয়োজক এবং সংশ্লিষ্টরা। বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি ওসমান গণি জানান, মেলাকে সুন্দর করে তোলার লক্ষ্যে এবার আলাদা

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৮

সাহিত্য সম্মেলন

শেষ পৃষ্ঠার পর

করে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকজন স্থপতিও কাজ করছেন।

রাজনৈতিক অস্থিরতা কোনো প্রভাব ফেলবে কি না—এ প্রসঙ্গে শামসুজ্জামান খান এবং ওসমান গণি উভয়েই বলেন, 'আমরা আশা করছি রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলেও জাতির অংশগ্রহণভিত্তিক এ মেলায় কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটবে না। কারণ, এটি কোনো দল বা গোষ্ঠীর নয়, সমগ্র জাতির হৃদয়ের ভালোবাসা জড়িয়ে আছে এই মেলার সঙ্গে। রাজনৈতিক দলগুলো এ সময় মেলায় প্রভাব পড়ে এমন কোনো কর্মসূচি দেবে না।

প্রকাশকেরা পাচ্ছেন 'প্যাভিলিয়ন': একাডেমি কর্তৃপক্ষ ও প্রকাশকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এবার মেলায় নতুন সংযোজন হচ্ছে 'প্যাভিলিয়ন'। প্রথমে ১১টি প্যাভিলিয়নের কথাবার্তা হলেও পরে সেটা সংখ্যার হিসাবে সাত থেকে আটটির মধ্যে এসে দাঁড়ায়। প্রতিটি প্যাভিলিয়নের জন্য প্রকাশকদের ভাড়া দিতে এক লাখ টাকা। সঙ্গে থাকছে ১৫% মূল্য সংযোজন কর। এখন পর্যন্ত স্টল বরাদ্দের হিসাবে জানা গেছে, এ বছর ২৮৪টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৪৭৫ ইউনিট। একাডেমি আঙিনায় আরও শতাধিক প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হবে প্রায় আড়াই শ ইউনিট। এগুলোর বেশির ভাগই সরকারি-আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। বরাবরের মতো নজরুল মঞ্চের সামনে থাকছে শিশু কর্নার। তবে অতীতের তুলনায় এবার শিশু কর্নারকে আরও আকর্ষণীয় এবং বড় পরিসরে করা হবে বলে জানিয়েছেন একাডেমির মহাপরিচালক।

স্টলের আয়তন বাড়বে: এবার স্টলের মাপেও পরিবর্তন আসছে। ছয় বা আট ফুটের পরিবর্তে এই ইউনিটের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হবে আট ফুট বাই আট ফুট। এ ছাড়া আগের মতোই থাকছে দুই, তিন ও চার ইউনিটের স্টল। এক ইউনিটের স্টল ১২ হাজার টাকা ও তিন ইউনিটের স্টলের জন্য প্রকাশকদের ৪৫ হাজার টাকা ভাড়া দিতে হবে।